বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।
ই-মেইলঃ dgmbcbd@krishibank.org.bd

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
আর্থিক খাতের অগ্রগতি

নং- প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৪০৪

তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ
১২ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য খাত/উপখাত সমূহের লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

ইতোমধ্যেই কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় হতে পারফরমেন্স বাজেটিং ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের খাতওয়ারী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয় সমূহকে নিয়মিত তদারকি করতে হবে। কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার উল্লেখযোগ্য খাত/উপখাতের বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশনা রয়েছে।

০২। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

২ (ক) মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান

মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশী মাছ (কৈ, মাগুর, শিং ইত্যাদি), রুই জাতীয় মাছ, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, পাবদা, গুলশা ইত্যাদি চাষ চাষ, বাগদা ও গলদা চিংড়ি চাষ ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ নিয়মাচারে অন্তর্ভূক্ত নেই সেসকল মৎস্য চাষে ব্যাংকও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যাবে। ইজারা পুকুরে মাছ/চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, মৎস্য খাতে মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০% ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

২ (খ) উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে-মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

২ (গ) জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলাশয়/জলমহাল/হাওড়ে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। মৎস্যজীবীরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

২ (ঘ) খাঁচায় মাছ চাষে ঋণ প্রদান

মৎস্য সম্পদ খাতের উপখাত হিসেবে খাঁচায় মাছ চাষ উপযোগী জলাশয়ে খাঁচায় মাছ চাষে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য চাষি, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিষয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২ (ঙ) উপকূলীয় একোয়াকালচার খাতে ঋণ প্রদান

উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক মৎস্য প্রজাতিকে একোয়াকালচার এর আওতায় এনে এক্ষেত্রে কাদামাটির কাঁকড়া চাষ, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ (crab fattening), ভেটকি ও বাটা জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

২ (চ) পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান

পেন পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মৎস্যচাষী/মৎস্যচাষীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে। ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানত বিবয়ে ব্যাংকগুলো নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে শাখা/মাঠ কার্যালয়সমূহ প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারে।

২ (ছ) বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে ঋণ প্রদান

মৎস্য চাষ খাতের আওতায় ব্যাংকসমূহ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। ব্যাংকসমূহ এ খাতে

চলমান পাতা-০২

ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় মৎস্য চাষি ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, মেয়াদ, পরিশোধসূচি ও জামানতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ।

০৪। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির অধীনে ব্যাংকগুলোর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ১০ শতাংশ প্রাণিসম্পদ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৪ (ক) গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ, গয়াল পালন ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সংযুক্ত নিয়মাচার অনুসরণ করবে (ঠ/৪-৮) এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪ (খ) দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম

দেশের বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুঁড়াদুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গাভী ক্রয়, লালন-পালন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গাভীপালনের জন্য ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত নবায়ন/আবর্তনযোগ্য (Revolving) ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গঠন করা হয়। এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার সর্বোচ্চ ৪%। ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদ ক্ষতি/ভর্তুকি বাবদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত ৫% দাবী করতে পারবে। এছাড়া, অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যাংক রেটে (বর্তমানে ৫%, যা পরিবর্তনশীল) পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) আওতায় সরকারী ও বেসরকারী খাতের ১৪ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে এ স্কীমের আওতায় সমুদয় অর্থ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

৪ (গ) পোল্ট্রি খাত

পোল্ট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) হাস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া তিতির, কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। পোল্ট্রি খাতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খাতে ঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে ।

গ) পোল্ট্রি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহের মধ্যে ব্রয়লার, লেয়ার মুরগি এবং তিতির পালনে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি (পরিশিষ্ট-ঠ/১,২ ও পরিশিষ্ট-ঠ/৯) ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। অন্যান্য খাতসমূহে ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি নির্ধারণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪ (ঘ) টার্কি পাখি পালনে ঋণ প্রদান

টার্কি পাখি পালনের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্যও অর্জন করা সম্ভব। এলক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে টার্কি পাখি পালনে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে ঋণ প্রদান করা যেতে পারেঃ

ক) টার্কি পাখি ক্রয়, ছোট আকারের স্থাপনা নির্মাণ (সর্বোচ্চ ১০০০ টি টার্কি পাখি পালনের জন্য) এবং খাদ্য, টিকা ও ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

চলমান পাতা-০৩

খ) টার্কি পালনে তুলনামূলক খরচ কম, মাংস উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ও ঝামেলাহীনভাবে দেশী মুরগীর মত পালন করা যায় বিধায় দেশের সকল অঞ্চলে এ খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

গ) টার্কি পালনে অন্যান্য পাখির তুলনায় রোগবালাই কম এবং খামারের ঝুঁকি কম হওয়ায় পারিবারিক উদ্যোগে টার্কি পালন খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট-ঠ/৩ মোতাবেক নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৫। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ প্রদান

দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন-ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার (বীজ বপন যন্ত্র), বারি উইডার (আগাছা নিড়ানি যন্ত্র), অটোমেটিক সিডলিং নার্সারি মেশিন ইত্যাদি উপখাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্ভিন্ন সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

৫ (ক) ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ প্রদান

কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫ (খ) সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান

সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায়, ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকগুলো এ ধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৫ (গ) কৃষিতে সৌর শক্তির ব্যবহার

অনগ্রসর এবং বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে সৌর প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ কৃষি ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫ (ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে ঋণ প্রদান

তবে নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে এ ধরনের কৃষকের কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য প্রদত্ত কৃষিঋণ শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কৃষিকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল ব্যক্তিকে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদান করতে পারে যাতে তারা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে নিজের জমিতে ব্যবহার করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে অন্যদের জমিতে ব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ খাতে এক বা একাধিক কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি পর্যায়ে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদে একক অথবা গ্রুপভিত্তিতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট যন্ত্রের বাজারমূল্যের অধিক হতে পারবে না। তাছাড়া, কোন কৃষক/পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তি একই ধরণের একটির বেশী যন্ত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা পাবেন না এবং ঋণ প্রদানের বিষয়টি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

০৬। কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে ঋণ প্রদান

কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পরিশিষ্ট "গ" এর ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী ঋণ প্রদান করবে। কেঁচো কম্পোস্ট সারের বাণিজ্যিক উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যাংকের অর্থায়নের বিপরীতে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়।

০৭। শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসারী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্তি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

চলমান পাতা-০৪

সরকার/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

এছাড়া, আলু আমাদের একটি অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য। কিন্তু উৎপাদন মৌসুমে আলুর ব্যাপক উৎপাদনের ফলে দেশে বিদ্যমান সংরক্ষণাগারে উৎপাদিত আলুর এক তৃতীয়াংশ এর বেশী সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। মৌসুমে আলুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অধিক থাকার ফলে আলুর বাজার মূল্য হাস পায় এবং পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে উৎপন্ন আলুর একটি বড় অংশ পচে নষ্ট হয়ে যায়। এপ্রেক্ষিতে, গৃহপর্যায়ে স্বল্প খরচে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আলু সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করছে। গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আগ্রহী কৃষকগণকে ব্যাংকসমূহ সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রকৃত খরচ নির্ধারণে প্রয়োজনবোধে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সুপারিশ বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে ।

০৮। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনানুযায়ী উচ্চমূল্য ফসল বলতে একর প্রতি উৎপাদিত গতানুগতিক বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং অধিক বাজার সম্ভাবনাময় ফসলকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলো প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে। বিশেষ বিশেষ সবজি করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো), ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা, সফেদা, বাউকুল, স্ট্রবেরী, কমলা, আমড়া, রানুটান), মসলা (আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী ও চিনাবাদাম, ওয়েল পাম), কাজু বাদাম এবং পোলাউ'র (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

০৯। টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু, স্ট্রবেরি ও ইক্ষুসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করতে পারে।

১০। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান

পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। সঙ্গতকারণে, বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে পাট চাষ হয় সে সব অঞ্চলে পাট চাষ, চাষের সরঞ্জাম ক্রয় খাতে ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে পারে।

১১। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান

বাণিজ্যিকভাবে ওয়েলপাম চাষে সফলতা লাভের জন্য এ খাতে ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ওয়েলপাম চাষে আগ্রহী হবেন। তাই ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে ঋণ নিয়মাচার অনুসরণ করে মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করতে পারে।

১২। আম, লিচু ও পেয়ারা চাষে ঋণ প্রদান

উৎপাদন মৌসুম ছাড়াও অন্যান্য সময়ে বাণিজ্যিকভাবে আম চাষের জন্য ঋণের প্রয়োজন হয়। তাই সমগ্র দেশে পরিকল্পিতভাবে আম চাষ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আম চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, এ ক্ষেবে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করে সে অনুযারী ঋণ প্রদান করা যাবে ।

সারাবছর ধরেই লিচু চাষে অর্থের যোগান প্রয়োজন হয় । এপ্রেক্ষিতে, লিচু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিচু চাষীদের অনুকূলে সারাবছর ঋণ প্রদান করা যাবে। পেয়ারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাগান পরিচর্যা এবং চাষে সারা বছরই চাষিদের অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুসারে সমগ্র দেশে পেয়ারা উৎপাদনে সারা বছর ঋণ প্রদান করা যাবে।

১৩। অমৌসুমি সবজি/ফল চাষে ঋণ প্রদান

সবজি/ফলের অমৌসুম জাত চাষাবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত অত্র নীতিমালা ও কর্মসূচিতে সংযোজিত ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণসীমার অধিক খরচ হয়। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে এ ধরণের অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ এ খাতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারবে। অমৌসুমী সবজি/ ফলের চাষাবাদে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত একর প্রতি ঋণ সীমার অনধিক ২৫% বেশী পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

চলমান পাতা-০৫

১৪। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে । এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকতাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকগুলো নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করতে পারবে।

১৫। ঘৃত কুমারী (Aloe Vera) চাষে ঋণ প্রদান

ঘৃত কুমারী চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

১৬। ড্রাগন ফল চাষে ঋণ প্রদান

ড্রাগন ফল চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে।

১৭। চা চাষে (সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত) ঋণ প্রদান

চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে চা চাষে সবুজ পাতা উৎপাদন পর্যন্ত কার্যক্রমে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। চা বাগান সৃজনের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ যথা- চা চারা উৎপাদন, রোপণ ও পরিচর্যা, প্রুনিং, প্যাকিং ইত্যাদি কৃষি খাতের (৬০%) আওতায় পড়বে । তবে, প্যাাকিংকৃত সবুজ চা পাতা প্রক্রিয়াজাতকরণের ধাপটি শিল্প (৪০%) পর্যায়ে পড়বে। চা চাষে কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো সংযুক্ত ঋণ নিয়মাচার অনুসরণপূর্বক ঋণ প্রদান করতে পারবে। তবে, এই ঋণ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদে শুধুমাত্র চা চাষ উপযোগী জমিতে নতুন বাগান সৃজন বা বাগানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮। উপরোক্ত নির্দেশনাসমুহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, কৃষি ঋণ বিভাগ এর এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখঃ ২৯ জুলাই, ২০২১ মোতাবেক জারীকৃত "২০২১-২০২২ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি" এর অনুচ্ছেদ নং- ৬.০৩, ৬.০৪, ৬.০৫, ৬.০৬, ৬.০৮, ৬.০৯, ৬.১০, ৬.১১, ৬.১২, ৬.১৩, ৬.১৪, ৬.১৫, ৬.১৬, ৬.১৭, ৬.১৮ প্রযোজ্য।

১৯। উপরোক্ত নির্দেশনাসমুহ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

২৭/০৯/২০২১

(জামিল হোসেন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)
তারিখঃ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

প্রকা/শানিব্যউবি-১(০৪)/২০২১-২০২২/৪০৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর (স্টাফ কলেজসহ), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সকল উপ-মহব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। আইসিটি সিস্টেম্স, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলো।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয় ও কর্পোরেট শাখাসমূহ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। নথি।

২৭.০৯.২০২১

(ওয়ালি-উল-ইসলাম)
মুখ্য কর্মকর্তা